বাংলাদেশের লোকশিল্প
মার্কিন গবেষকের দৃষ্টিতে

শামসুজ্জামান খান

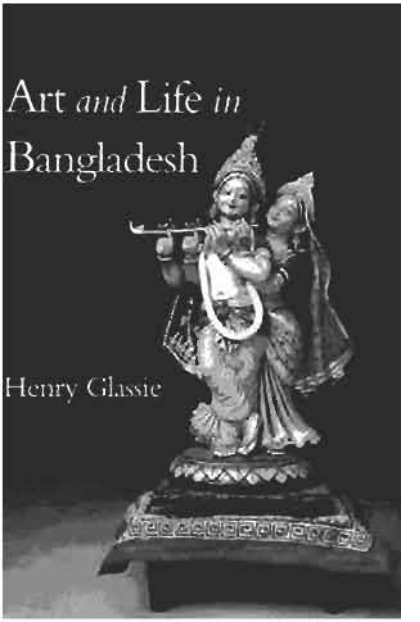

আমেরিকা হতে প্রকাশিত হেনরি গ্লাসি রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

The Folk Art of Bangladesh
From the point of view of an American researcher

Shamsuzzaman Khan

Book Review

Abstract

Art and Life in Bangladesh written by Henry Glassie is a very significant book published in United States of America. The book was published by Indiana University, 1997. *Art and Life in Bangladesh,* a 511 page book contains an extensive bibliography, footnotes, infograph, summary as well as hundreds of photographs. The writer himself did the works of inner design, map, tables and even the cover. This article aims to introduce the book in detail for interested readers. It also interprets the contextual and theoretical perspective of the writer and the modern laborious process of 10 years he had engaged in completing this book. Henry Glassie marked the variations in evolution and reformation of historic pottery art in Bangladesh. He studied the spiritual context of the pottery artists' mind and their worldview to identify their traditional mindset and individual talent. To satisfy has own realization, Glassie got deeply involved to the community and conducted his field survey by following both observation and participation method. Glassie organizes his work on a philosophical and ideological backdrop after determining the universal and local cultural, geographic and popular nature of the target area. This approach demands frequent interaction with the informants and folk artists, consequent documentation of the process of their work, taking photograph, continuous dialogue and establishing friendly relationship. Henry Glassie, for the sake of his research visited Bangladesh many times and went up to Dhamrai, Savar, Noyarhat, Shimulia, Rupshi, Demra, Zinzira by local bus or even on foot neglecting unbearables and rain. The book basically put light on the art works of greater Dhaka district-pottery, brass works, rickshaw painting, truck painting, and architectural glory of the mosques and so on. This essay introduces the readers with other works and area of knowledge of Henry Glassie in a very sophisticated Bangla prose style.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়েছে। *আর্ট এ্যান্ড লাইফ ইন বাংলাদেশ*[১] নামের ওই বইয়ের লেখক হেনরি গ্লাসি (Henry Glassie) লোকশিল্প গবেষক ও পণ্ডিত হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। প্রকৃতপক্ষে নিজ বিদ্যাশাখায় (Academic Descipline) তিনি সেরা হিসেবেই বিশ্বনন্দিত। তাঁর বিদ্যায়তনিক এলাকা ফোকলোর, বিশেষ করে লোকশিল্প বা ফোক আর্ট, লোক স্থাপত্যবিদ্যা (Folk housing) বিষয়ক ফিল্ড ওয়ার্কভিত্তিক ব্যাখ্যা-বয়ান এবং সংস্কৃতি গবেষণায় এথনোগ্রাফিক (Ethnograpic) পদ্ধতির চর্চা।

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ভূগোলবিদ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ফ্রেড নিফেনের (Fred Kniffen) ভাবশিষ্য হেনরি গ্লাসি ছাত্র ছিলেন ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রথমে শিক্ষকতা করেন যুক্তরাষ্ট্রের আইবেলিক স্কুল হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ইউনির্ভার্সিটি অব পেনসালভানিয়ায়। পরে ব্লুমিংটনের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের ফোক আর্টের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত হন। তাঁর বাংলাদেশের শিল্প ও জীবন বিষয়ক বইটিও প্রকাশ করেছেন ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় (ব্লুমিংটন) ও ইন্ডিয়ানা-পোলিশস্থ নিজস্ব প্রেস থেকে। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এ বইয়ের প্রকাশনা উৎসব হয়েছে ফিলাডেলফিয়ায়। বইটি তিন হাজার কপির কিছু বেশি ছাপা হয়েছে। দাম রাখা হয়েছে পঁয়ত্রিশ ডলার। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১১। বিপুল বিবলিওগ্রাফি, নির্দেশিকা, তথ্যপঞ্জি, গ্রন্থসার ইত্যাদি ছাড়াও এ বইয়ে সামান্য কটি রঙিন ছবিসহ প্রায় চারশত পঞ্চাশটির মতো সাদাকালো ছবি রয়েছে। সব ছবি লেখকের তোলা। ভেতরের ডিজাইন, ম্যাপ, সারণি এবং প্রচ্ছদও লেখকের—যেমন তাঁর অন্য বিখ্যাত বইয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

আলোচ্য বইয়ের সূচিপত্রে রয়েছে—ভূমিকা : স্টাডিং আর্ট ইন বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমি, ১. ঢাকা : ল্যান্ডস্কেপ অব দি ডেলটা, ২. কাগজিপাড়া : দি পটার্স আর্ট ইন বাংলাদেশ, ৩. রিটার্ন টু কাগজিপাড়া; প্যাটার্নস ইন টাইম, ৪. ঢাকা, কাকরান এন্ড শিমুলিয়া : রুরাল ইনোভেশন্স, ৫. রায়ের বাজার : আরবান চেঞ্জ এন্ড স্টাবিলিটি, ৬. শাঁখারি বাজার : স্যাকরেড ক্লে, ৭. আর্ট ইন বাংলাদেশ : দি সিস্টেম অব ক্রিয়েশন; এছাড়া রয়েছে—একনলেজমেন্ট, গ্লোসারি, নোটস, বিবলিওগ্রাফি, ইনডেক্স।[২]

হেনরি গ্লাসির ক্যামেরায় লোকশিল্পী মোহাম্মদ নাজিম

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান অধ্যাপক হেনরি গ্লাসিকে বাংলাদেশের ফোকলোর গবেষকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন

উপর্যুক্ত সূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলির মধ্যে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারা ও সাম্প্রতিক রূপান্তরধর্মী কাজের নানা ধরনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মৃৎশিল্পীর মানসজগৎ ও বিশ্ববীক্ষাকে বোঝবার জন্যই প্রফেসর গ্লাসি ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিশেষ করে দেবদেবীর মূর্তিনির্মাণ কলার সঙ্গে শিল্পীদের সম্পৃক্ততার এবং সৃজনধর্মীতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করেছেন। আর্ট রিচ্যুয়াল ও রিলিজিয়ন-এর পরস্পর সংলগ্নতাকে এভাবে যুক্ত করার গবেষণা-পদ্ধতিতে ডায়াক্রনিকতার কিছু ছোপ লেগেছে। হেনরি গ্লাসি এ সম্পর্কে তাঁর বইয়ে বলেছেন—

> To introduce the art of Bangladesh, through pottery and pottery through the real village Kagajipara. I have employed a tric conventional to anthropology, collapsling history into the Synchronic.[৩]

মৃৎশিল্পের হাজার বছরের ঐতিহাসিক (diachronic) ধারাকে সমকালীনতার পটে (Synchronic) স্থাপন করে বুঝবার জন্যই তিনি টেরাকোটার ইতিহাস ছুঁয়ে কাগজিপাড়ার অমূল্য চন্দ্র পালের কাজ ও তাঁর জীবনকথা ও জীবনদর্শনকে মিলিয়ে পাঠ করেছেন—তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি ও ধরনে। ঠিক তেমনিভাবে শাঁখারিবাজারের দার্শনিক ও লোক-ভাস্কর হরিপদ পালের কাজকেও খুব গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন।

বইয়ে ধারার অন্য শিল্পীরাও তাঁর মনোযোগ পেয়েছেন। বইয়ে বাংলাদেশের লোক শিল্পের গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ আছে।

গবেষণাকে ফিল্ডওয়ার্ক-ভিত্তিক ও কনটেক্সচ্যুয়াল (Contextual) করার লক্ষ্যে তিনি 'লিটল সেটিং' (শিল্পীর কারখানা) ও 'বিগসেটিং' (গ্রাম, তার পরিবেশ ও অন্য শিল্পীদের

সঙ্গে সংযোগকে)-কে চিহ্নিত করেছেন এরই সূত্রে অন্বিত হয়েছে গ্রাম ও তার গঠন, মাটি ও তার নানা ধরন, কলসি, পাতিল, মূর্তি, ঘোড়াপীরের ঘোড়া, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী, দুর্গা, ফুলের টব, মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মৃৎ-চিত্র, জয়নুলের চিত্রকলার অনুকৃতি এবং অন্যান্য সমকালীন বিষয়।

কাগজিপাড়ার মৃৎশিল্পের পটভূমি ও সমকালীনতা তিনি তুলনা করে দেখেছেন রায়েরবাজারের কাজের সঙ্গে। সেই সুবাদে মৃৎকাজ মরণচাঁদ পালের কাজকে তিনি বিস্তৃতভাবেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন—গভীর করে বুঝবার প্রয়াস পেয়েছেন শাঁখারিবাজারের মূর্তি নির্মাতা ও দার্শনিক-শিল্পী হরিপদ পালের মূর্তি নির্মাণকলাকে। এই তিন প্রধান শিল্পীর কাজের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বয়ানের জন্য গবেষক বিগত দশ বছর (১৯৮৭-৯৭) ধরে অব্যাহত সংলাপ (Continuous dialogue) ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এঁদের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন এদের কাখানা বা বাড়িতে। হেনরির মৌল লক্ষ্য লোকশিল্প ও শিল্প স্রষ্টার জীবনবোধ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে ওই শিল্পকলার গঠন, সৃজন-প্রক্রিয়া, নান্দনিকতা ও রূপান্তরগত ক্রিয়ার উন্মোচন। এই তিন প্রধান শিল্পীর কাজকে পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরার জন্য তিনি এদের পাশপাশের শিল্পীদের কাজেরও মূল্যায়ন করেছেন। এ প্রসঙ্গেই আলোচনায় এসেছে কৃষ্ণ বল্লভ পাল, সুভাষ চন্দ্র পাল, ফুলকুমার পাল ও গীতারাণী পালের কাজ। মৃৎশিল্পে মুসলিম শিল্পীদের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে তিনি শুধু ঢাকা শহর বা আশপাশের এলাকা নয়, চট্টগ্রামের চারিয়াতেও ঢু মেরে দেখেছেন।

অধ্যাপক হেনরি গ্লাসির চোখে বাংলাদেশের লোকশিল্পের গ্রামীণ ভুবন

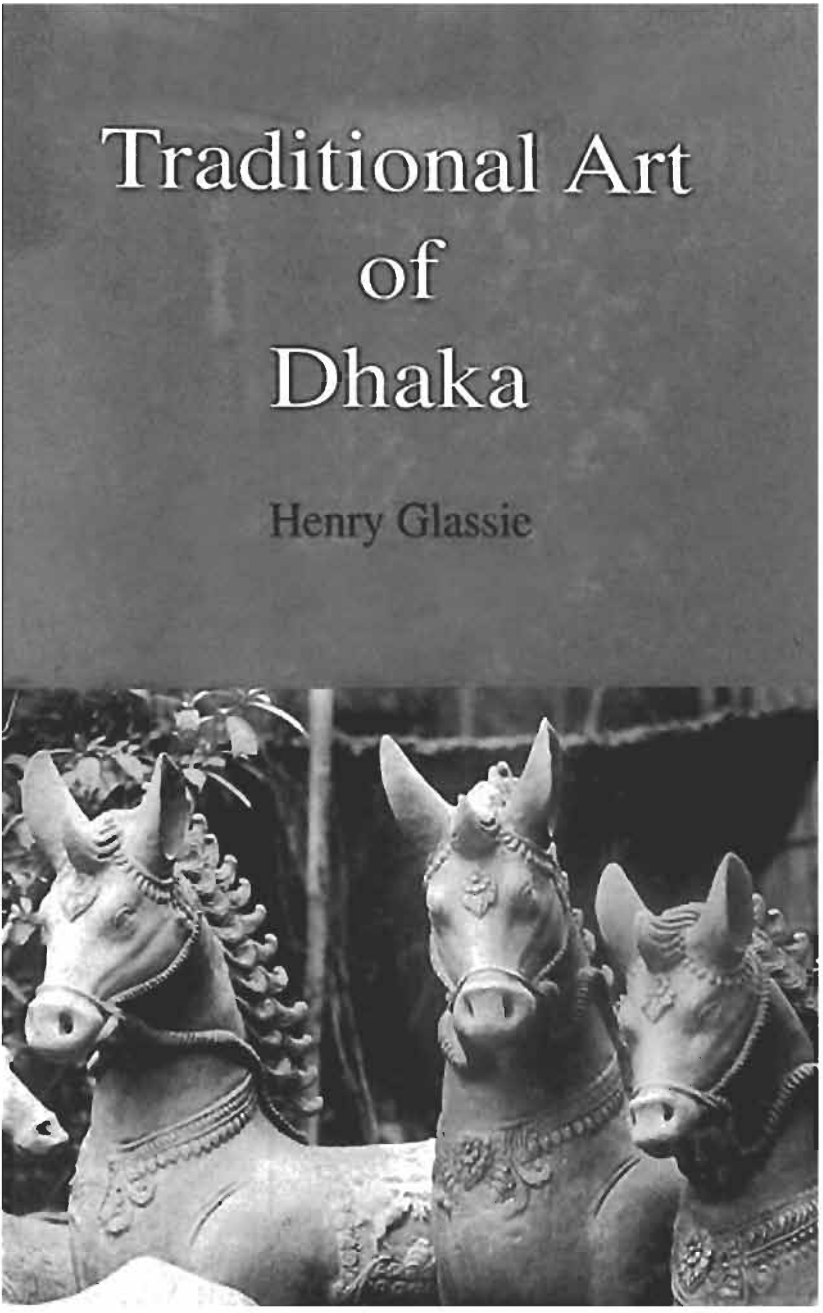

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

আধুনিক ফোকলোর পণ্ডিত ফোকলোর চর্চা করেন নৃতত্ত্ববিদের মতো করে। তারা ফোক আর্টকে কম্যুনিটি আর্ট করেন। কম্যুনিটির সঙ্গে মিশে যান, সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও লক্ষ্যকরণ (Participation observation) পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষণা করেন। হেনরি গ্লাসিও এথনোগ্রাফারের মতোই কাজটি করেছেন। আধুনিক ফোকলোর চর্চায় যাকে Contextual study বলে হেনরি নিবিড়ভাবে না গেলেও এর সমকালীন নানা বিস্তারের অনুপুঙ্খতা তাঁর গবেষণায় ধরা পড়ে–বিশেষ করে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এবং বিষয়ের পাঙ্গমতা তাঁকে বাংলাদেশের লোকশিল্পের সৃজন পদ্ধতি প্রক্রিয়া ও ধারাটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছে।

হেনরির ব্যাখ্যার অনুপমতা ও ভাষার মাধুর্য তাঁর রচনাকে অনন্যতা দিয়েছে। একটু উদাহরণ–

> Drawn to the world, it depicts a handsome woman. Drawn to the spirit, it abstracts form to perfection, fusing the sacred with the aesthetic. One feature of this aesthetic is smoothness. The sari flows over the body, the body flows from part to part to unity. Wholensess is the outcome of smoothness.[৪]

প্রফেসর হেনরি গ্লাসির নিবিড় ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক এ ধরনের গবেষণা কাজের আরেকটি প্রধান লক্ষ্য হলো–তিনি আয়ারল্যাণ্ড, তুরস্ক বা বাংলাদেশ যেখানেই কাজ করেন না কেন, সে দেশের সামগ্রিক ও স্থানিক সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও জনমানসিকতার পরিচয় নির্ণয় করেই তাঁর কাজটিকে একটি দার্শনিক ও আদর্শিক পটে বিন্যস্ত করেন। এ প্রয়াসেই তিনি সংশ্লিষ্ট দেশের শিল্প সংস্কৃতির মৌল প্রবণতাও সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার দোলাচল

অধ্যাপক হেনরি গ্লাসির ক্যামেরায় বাংলাদেশের রূপসী, কাজীপাড়ার ফুলবানু বেগমের রন্ধন চর্চা

বাংলাদেশের লোকশিল্পী আনন্দপালের নির্মিত ধাতব দুর্গামূর্তি

(Systems of culture and its operation in society)-কে আবিষ্কার করার প্রয়াস পান। তাঁর আয়ারল্যান্ড বিষয়ক বইগুলি, বিশেষ করে *Passing the time in Ballymenone* বা *Turkish traditional Art to day* অথবা আমাদের আলোচ্য *Art and life in Bangladesh* বইটি তিনটিতে এর সাক্ষ্য মেলে।

এ ধরনের কাজে লোকশিল্পী ও তথ্যদাতার (Informant) সঙ্গে বার বার সাক্ষাৎ, তাদের কাজের প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দলিলীকরণ, আলোকচিত্র গ্রহণ, অব্যাহত সংলাপ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন বিশেষ গুরুত্ব পায়। হেনরি গ্লাসি বহুবার বাংলাদেশে এসে তাঁর গবেষণার অঞ্চলে কখনো হরতালের সময়ে পায়ে হেঁটে, কখনো মুড়ির টিন বাসে করে ধামরাই, সাভার, নয়ারহাট, শিমুলিয়া, রূপসি, ডেমরা জিনজিরা গিয়ে গরমে সিদ্ধ হয়ে বা বৃষ্টিতে ভিজে এবং দুপুরে না খেয়ে সারাদিন ধরে তথ্যদাতা শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। কখনো স্ত্রীকন্যাসহ গবেষণা ক্ষেত্রে নিয়োজিত থেকে পরিবেশকে আনন্দময় ও কাজের উপযোগী করে নিয়েছে। আবার রাতের বেলা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নোটকে বিশদ করে লিখতে হয়েছে। কখনো কখনো অনুবাদ করে নিতে হয়েছে অন্যদের সহায়তায়। এই প্রক্রিয়ায় বহু ঝাড়াই-বাছাই করে শেষ পর্যন্ত বেরিয়েছে পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এক সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত বিপুলায়তন বই *Art and life in Bangladesh*. কাজটি করতে হেনরির সময় লেগেছে দীর্ঘ দশ বছর (১৯৮৭-৯৭) অর্থাৎ বছরে গড়ে মাত্র পঞ্চাশ পৃষ্ঠা করে চূড়ান্তভাবে লিখেছেন তিনি। এ বই লেখার জন্য দশ বছরে তিনি বাংলাদেশের ঢাকা শহর ও তার আশপাশের গলিঘুঁজি চিনেছেন, খুঁজে পেতে বের করেছেন মৃৎশিল্পের কারখানা, রিকশা বেবিট্যাক্সির ওয়ার্কশপ, পিতলের ঢালাইকার খোদাইকারের দোকান, মিরপুর বাজারের

সরস্বতী ও শচীন্দ্র পালের সম্মিলিত উদ্যোগে মৃৎশিল্প রচনার প্রস্তুতি

ঢাকার মীরপুর মাজার সংলগ্ন এলাকায় মাটির কলসি অলংকরণরত মৃৎশিল্পী নূর মোহাম্মদ

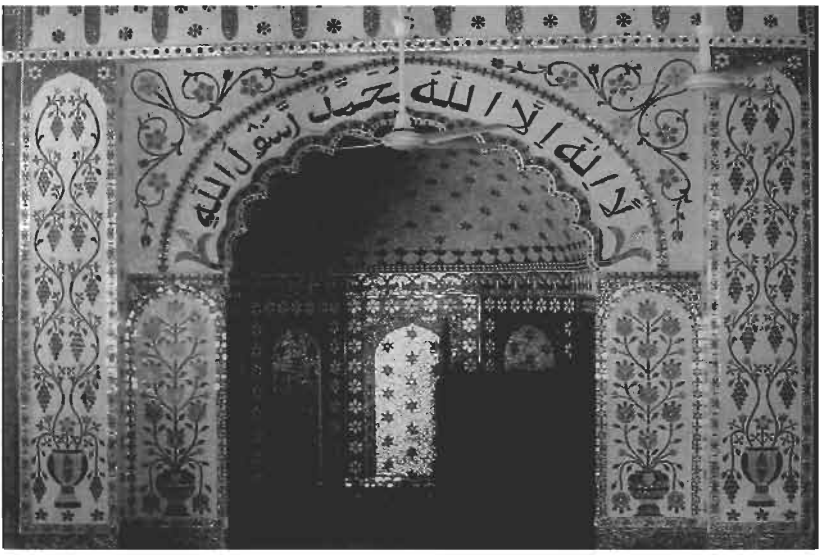

বাংলাদেশের বায়তুর রহিম মসজিদের দেওয়ালের নান্দনিক চিত্রকর্ম

চিত্রিত হাঁড়ি, শাঁখারি বাজারের শঙ্খশিল্পীর খুপড়ি, জিনজিরার নৌকা তৈরির ডক, রূপসির জামদানী পল্লীর গৃহকোণসহ আরো কত বিচিত্র লোকশিল্পের আবৃত জগৎ। আর এই অনুসন্ধানে শুধু শহর ঢাকা বা জেলা নয়, উৎস সন্ধান ও তুলনামূলক বিচারের জন্য গবেষককে ফেনি, মধ্যচাঁদপুর, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম পর্যন্তও ছুটে যেতে হয়েছে। এ ধরনের কাজ হেনরি গ্লাসির মতো নিষ্ঠাবান গবেষকের পক্ষেই সম্ভব।

বইয়ের নাম *Art and life in Bangladesh* হলেও এ বইয়ে যে সব শিল্পকর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে তার সবই প্রায় বৃহত্তর ঢাকা জেলার। ঢাকা শহর ও আশপাশের অসংখ্য মসজিদের ছবি ও আলোচনাও এই বইয়ের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে। ঢাকার ঈদের মিছিলের বর্ণনাও বাদ যায়নি। রিকশা আর্ট, বেবিট্যাক্সি ও ট্রাকের চিত্রামালার বিস্তৃত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঠিক তেমনি পিতলে ইসলামী শিল্পকলাও বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। লোকশিল্পীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাও বিপুল। হেনরির গবেষণায় আমরা পাচ্ছি ধামরাইয়ের পিতলের খোদাই শিল্পী রাশিদা মোশাররফ, ঢাকার তপতী রাণী দে, রূপসীর জামদানী শিল্পী ফিরোজা বেগম, ইয়ারননেসা, ফেনির মধ্য চাঁদপুর লেমুয়া বাজারের রোশনা বেগম, আফিয়া বেগম ও আরো অনেকে। এদের প্রত্যেকের কর্মরত বা নিদর্শন হাতে ছবি বইয়ে সংযুক্ত করায় বইয়ের এমপিরিক্যাল মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

হেনরি গ্লাসি বাংলাদেশের উদীয়মান মধ্যবিত্তের শিল্পরুচির উপর আলোকপাত করতে যেয়ে লিখেছেন—

> Today, potters in Bangladesh please their middle class customers with things that are decorative in function. Strong

নিজ শিশুকে বস্ত্র বুননের শিক্ষা দিচ্ছেন মা ফিরোজা বেগম

> in color, weak in signifincance, foreign in form, pretenitous in substance, eleborate in ornament, large in scale, and worldly in their reference. Middle class values as symbolically represented by country potters are solidly materialistic.[৫]

এসব কাজের ভাব-সম্পদগত গভীরতা কম; তবে কোনো কোনো কাজে singnificance আছে হেনরি গ্লাসি তারও সচিত্র বিবরণ তুলে দিয়েছেন, যেমন বেট্যাক্সির পেছনে শহীদ মিনারের ছবি–তাতে শান্তির প্রতীক পায়রা, জাতীয় স্মৃতিসৌধ বা পতাকা হাতে মুক্তিযোদ্ধার ছবি বা কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ, সমৃদ্ধ চিত্র।

হেনরি গ্লাসি যখন ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন তখন তিনি আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটির সভাপতি। বাংলা একাডেমির ফোকলোর আধুনিকায়ন কর্মসূচির আওতায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে আসার জন্য আমি (তখন বাংলা একাডেমির ফোকলোর বিভাগের পরিচালক) তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি আমন্ত্রণে সাড়া দেন এবং সেই থেকে শুরু। বই প্রকাশের পর তিনি বাংলাদেশে ঘুরে গেছেন তাঁর বই নিয়ে। বই দিয়েছেন বন্ধু ও শিল্পীদের এবং ক'জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীকে। এটা একজন ফোকলোরিস্টের এথিকসের অংশ।

বাংলা একাডেমির ফোকলোর উন্নয়ন কর্মসূচির একটা বড় সাফল্য হেনরি গ্লাসির বইটি। আমাদের বিশ্বাস খ্যাতকীর্তি এই মার্কিন পণ্ডিতের লেখা বইটি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ

আব্দুর রাজ্জাকের ধাতব শিল্পকর্ম তৈরি প্রক্রিয়া

সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা দিতে এবং সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ একটি দেশ হিসেবে পরিচয় ঘটতে সক্ষম হয়েছে।

ফোকলোরিস্ট ও নৃতত্ত্ববিদেরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে ফিল্ডওয়ার্ক করে বই লিখে থাকেন। হেনরি গ্লাসিও তা লিখেছেন। তিনি ইতোপূর্বে আয়ারল্যান্ড ও তুরস্কের লোকজীবন, ইতিহাস ও লোকশিল্প নিয়ে বই লিখেছেন। দীর্ঘদিন ধরে আয়ারল্যান্ডের ওপর লেখা তাঁর বই *Passing the time in Ballymenone*-কে তার ম্যাগনাম ওপাস মনে করা হতো। কয়েক বছর আগে *Turkis Traditional Art today* লিখেও তিনি বিপুল খ্যাতি পান। *Art and life in Bangladesh* প্রকাশিত হওয়ার পর New York Times পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচক বলেছেন–

> তুরস্কের ওপর তাঁর বইটি ওই বিষয়ে গত তিনশ' বছরে লেখা সেরা বই। তবে বাংলাদেশ বিষয়ক বইটিও সেই বিরল ও অবিশ্বাস্য মর্যাদার কাছাকাছিই পৌঁছেছে।[৬]

হেনরি গ্লাসি রচিত বই হলো–*Pattern in the Material Folk Culture of the Eastern United States* (1969), *Folk Housing in Middle Virginia: A Structural analysis of Historic Artifacts* (1975), *All Silver and No Brass: An Irish Christmas Mumming* (1975), *Passing the Time in Ballymenone* (1982), *Irish Folktales* (1985), *The Spirit of Folk Art: The Girard Collection at the Museum of International Folk Art* (1989), Turkish *Traditional Art Today* (1993), *Art and Life in Bangladesh* (1997), *Material Culture* (1999), *The Potters Art* (1999), *Vernacular Architecture* (2000), *Traditional Art of Dhaka* (2000), *The Stars of Ballymenone* (2006), *Prince Twins Seven-Seven* (2010), *Ola Belle Reed and Southern Mountain Music on the Mason-Dixon Line* (2015) ইত্যাদি।[৭]

তাঁর বই পড়ে বোঝা যায় হেনরি গ্লাসি বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যেমন অবিশ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন তেমনি বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের সম্পর্কে

সুশীল মিস্ত্রি অঙ্কিত সিনেমা তারকা রিক্সা পেইন্টিং

পড়েছেনও বিপুল বই-পুথি। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীকার-সংগ্রাম, নিসর্গ, সংস্কৃতি তাঁর নখদর্পণে; মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জয়নুল থেকে বুদ্ধদেব বসু হয়ে শামসুর রাহমান, আবার মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বসু হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কিছুই তাঁর বই থেকে বাদ যায়নি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর দেশের নিন্দনীয় ভূমিকাকে তিনি তুলে ধরেছেন এই ভাষায়–

> The massacre began. I was told how Pakistani Soldiers made Bangali men expose their private parts so the uncircumcised could be slaughter...Three million were murdered. Ten million fled. Freedom fighters scattered through the Delta to wage guerrilla war and the Awami League formed a government in exile in India. The United States held aloof, ignoring reports of atrocity and sending arms to the agents of genocide.[৮]

বইটি ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি নিয়ে লেখা হলেও আধুনিক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাও এতে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিদেশিদের জন্য এটি একটি উপাদেয় গ্রন্থ। আমাদের জন্যও এতে প্রচুর চিন্তার খোরাক আছে। আমাদের আধুনিক ফোকলোর গবেষণার একটা মডেল তাঁর বইয়ে পাওয়া গেল। এখন নিজস্ব মডেল তৈরি করে নানামাত্রিক কাজ করার দায়িত্ব আমাদের।

তথ্যসূত্র

১. Henry Glassie, *Art and life in Bangladesh, Bloomington :* Indiana University Press, USA, November 1, 1997
বাংলা একাডেমি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে এ গ্রন্থটির একটি সংস্করণ *Traditional Art of Dhaka* নামে প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি বাংলা একাডেমি গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করেছে।

২. Henry Glassie, প্রাগুক্ত, সূচিপত্র দৃষ্টে

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৬. Francis Robinson, "A folklorist explores the visual traditions of Bangladesh", *The New York Times,* March 8, 1998.
https://www.nytimes.com/books/98/03/08/reviews/980308.08robinst.html

৭. ইন্টারনেট অবলম্বনে: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Glassie

৮. Henry Glassie, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

প্রবন্ধটি শামসুজ্জামান খান রচনাবলী, *দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: শোভাপ্রকাশ, ২০১২)-এ অন্তর্ভুক্ত। এখানে লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হলো। উল্লেখ্য, লেখায় ব্যবহৃত চিত্রসমূহ বাংলা একাডেমি হতে প্রকাশিত* ট্র্যাডিশনাল আর্ট অব ঢাকা *শীর্ষক গ্রন্থ হতে গৃহীত।*